দৈনিক বাংলা

015

তারিখ 17 AUG 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: শনিবার, ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৯২ : ১৭ই আগস্ট, ১৯৮৫

এসএসসিতে পাস-ফেল

বৃহস্পতিবার চারটি শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এই পরীক্ষায় পাসের গড় হার ছিল ৪৬.১২%। তার অর্থ পাসের চাইতে ফেলের হার বেশি। এটাই সম্ভবত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। কেননা, প্রতি-বছরই এই পরীক্ষাটিতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের চাইতে অনুত্তীর্ণ-দের সংখ্যাই থাকে বেশি। কেবল এসএসসি পরীক্ষাতেই নয়, এইচএসসি এমন কি ডিগ্রী পরীক্ষাতেও এই নিয়মের বড় একটা ব্যতিক্রম ঘটে না।

এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার অবস্থার একটা বাস্তব চিত্র। শিক্ষাব্যবস্থাটি যে নানারকম সমস্যায় জর্জরিত, এই ঘটনা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহ দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে। দেখা গেছে, দেশের মুষ্টিমেয় ভালো স্কুল অর্থাৎ যেসব স্কুলে ভালো শিক্ষক আছে, সমৃদ্ধ পাঠাগার আছে, সাজ-সরঞ্জাম আছে—অর্থাৎ শিক্ষার মোটামুটি অনুকূল পরিবেশ আছে এবং যেখানে অনিবার্যভাবে মেধাবী ছাত্রদেরকেই মাত্র ভর্তি করা হয়, সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল খুব ভালো হয়। পক্ষান্তরে যেখানে এসব সুযোগ-সুবিধা বিরল, সেই সব স্কুলের রেজাল্ট আশানুরূপ হয় না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে দ্বিতীয়োক্ত স্কুলের সংখ্যাই বেশি। শতকরা ৯৫ ভাগ স্কুলেই শিক্ষার পরিবেশের অভাব বিদ্যমান। সেখানে ভালো শিক্ষক নেই, সাজ-সরঞ্জাম নেই, লাইব্রেরী ল্যাবরেটরী নেই, এমন কি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের বসবার ভালো ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। তাছাড়া, যেহেতু ভালো ছাত্ররা ভালো স্কুলে চলে গেছে, সেইহেতু সেখানে তেমন মেধাবী ছাত্রও থাকে কম। এক্ষেত্রে ঐসব স্কুলের পরীক্ষার্থীরা উত্তম রেজাল্ট করবে এটা নেহায়েতই অন্যায় প্রত্যাশা। একথা কেবল এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এরফলে শিক্ষাখাতে যেটুকু ব্যয় হচ্ছে তার একটা বিরাট অংশই অপচয় হয়ে যাচ্ছে এবং দেশের প্রতিশ্রুতিশীল জনশক্তি গড়ে উঠতে পারছে না। যৌবশক্তিরও ঘটছে ব্যাপক অপচয়। এই অবস্থাটা কোন জাতির কাছেই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন, তাই স্বভাবতই আমাদের কাম্য। এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পরীক্ষার অনুত্তীর্ণদের এই হার ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে হবে। একথার অর্থ, স্কুল-কলেজগুলোতে পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অজপাড়াগাঁর স্কুলের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে ভালো শিক্ষকের, উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামের। আমাদের বুঝতে হবে যে পরীক্ষার ফল খারাপ করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা যতখানি দায়ী, তারচেয়েও বেশি দায়ী তাদের জন্য শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা মোচন করতে পারলে এদেশের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় আরো সাফল্যের পরিচয় দিতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি।